# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাটি ও পরিবেশ রক্ষায় মেহেরপুরে কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের পথসভা

“মাটি বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পথসভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে শুরু হওয়া র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সাইদুর রহমান শাহীন এবং সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজন।

সভাপতির বক্তব্যে জাহিদ হাসান বলেন, “মাটিকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার কমাতে হবে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার হ্রাস করে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাটির প্রাকৃতিক সুফল থেকে বঞ্চিত হবে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।”

তিনি আরও বলেন, “উপজেলা কৃষি অফিসারের তালগাছ রোপণ অভিযানের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। তিনি এক লক্ষ তালগাছ রোপণের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেটিকে আগামীতে দুই লক্ষে উন্নীত করার দাবি জানাই।”

এর জবাবে কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, “আপনাদের এই দাবি যথার্থ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।”

অনুষ্ঠানে বক্তারা টেকসই কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। আরও বলেন, পরিবেশ ও মাটির ভারসাম্য রক্ষা না করলে কৃষি উৎপাদনসহ মানুষের অস্তিত্বই

হুমকির মুখে পড়বে। তাই এখনই সবাইকে সচেতন হয়ে গাছ লাগানো ও মাটির উর্বরতা রক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে।

অবৈধভাবে ভৈরব নদের মাটি বিক্রির মচ্ছব, প্রশাসন নিরব

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুরে অবৈধভাবে ভৈরব নদের খননকৃত মাটি বিক্রির ধুম পড়েছে। রাতের আধারে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে মাটি কেটে ড্রাম ট্রাকে করে ওই মাটি বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে। প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

তবে উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে মাটি বিক্রির কোন নিলাম হয়নি। যারা মাটি কাটছেন তারা অবৈধভাবে এ মাটি বিক্রি করছেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় মাটি বিক্রির কিছু ভিডিও ও ছবি শেয়ার করা হলে বিষয়টি নতুন ভাবে আলোচনায় আসে। তারা জেলা প্রশাসন ও উপজেলার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগও তোলেন।

গত শনিবার সকালে সরেজমিনে মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামে গিয়ে জানা গেছে, প্রায় বছর খানেক ধরে ভৈরব খননের এ মাটি বিক্রি করছে স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগের আমলে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর লোকজন এ মাটি বিক্রি করতেন। ৫ আগষ্টের পর বিএনপির কিছু প্রভাবশালী এ মাটি বিক্রি করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করছেন। ক্ষমতার পালাবদল হয়ে মাটি বিক্রির লোকজনও পালাবদল হয়েছে, তবে মাটি বিক্রি থামেনি। তবে দিনের বেলায় তাদের দেখা মেলেনি, তাদের সাথে যোগাযোগ করাও যায়নি। স্থানীয়দের চোখে মুখে ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও তারা ভয়ে কথা বলতে চাননা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করে বলেন, লাল্টু, গবাসহ বেশ কয়েকজন মাটি ব্যবসায়ী ক্ষমতার দাপটে রাতের আধাঁরে মাটি কেটে ইটভাটাসহ এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন। ভৈরব নদের মহাজনপুর তীরে মাটির স্তুপ দিয়ে পাড় তৈরি হলেও অপরদিকে বাবুপুরে প্রায় এক কিলোমিটার জমির মাটি কেটে নিয়ে ভৈরব নদের পাশে ওয়াক ওয়ে পর্যন্ত সমতল করা হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে ওই এলাকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মশিউর রহমানের মালিকনাধীন এসএমবি ইটভাটায় দেখা যায়, যে পরিমান মাটির স্তুপ করা হয়েছে, সে মাটি কয়েকবছর ইট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি, বিএনপি নেতা ও এসএমবি ইটাভাটার মালিক মশিউর রহমান বলেন, ‘এলাকার লাল্টু ও গবা নামের কয়েকজন দালাল মাটি কেটে বিক্রি করছেন। আমাদের ইউনিয়নে ৬টি ইটভাটা। কিন্তু মাটিগুলো বাইরে চলে গেলে আমাদের ইটভাটা চালানো কঠিন হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সময় সাবেক চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু টেণ্ডার করে মাটি বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই সময় আমরা মাটি কিনে রেখেছি। নতুন করে কোন টেণ্ডার না হওয়ায় ওই মাটি আমরা কিনতে পারছি না। কিন্তু মাটি ঠিকই ওই দালালরা কেটে বাইরে বিক্রি করছে। এ বিষয়ে ইউএনও সাহেবকে বলেছি মাটি টেণ্ডারের ব্যবস্থা করতে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং গত শুক্রবারে তিনি ওই এলাকা পরিদর্শনও করেছেন’।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী হান্নান প্রধান বলেন, মহাজনপুর এলাকায় ভৈরব নদ খননের ফলে নদের মাটি ভৈরবের পাশে রাখা হয়েছে। সে মাটি স্থানীয় কৃষকদের জমিতেও রাখা হয়েছে। তবে ওই এলাকায় কোন কৃষক কিংবা কেউই মাটি ক্রয়ের জন্য বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন করেননি। এমনকি এখনো পর্যন্ত মাটি বিক্রির কোন নিলাম হয়নি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার আমি টিম নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছি। মাটি বিক্রির চিত্র দেখতে পাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি কিছু অসাধু লোক রাতে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানে ইনফর্মার লাগিয়ে রেখেছি। রাতে হলেও আমরা তাৎক্ষনিক অভিযান চালিয়ে ওই সকল মাটি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে’।

আদম (আঃ)- এম.এ.এস ইমন (পর্ব ১)

প্রথমে আল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যখন তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যতীত কোন বাস্তবতা ছিলনা। কোন এক পর্যায়ে অসীম জ্ঞান এর মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সৃষ্টি করবেন।

একে একে সম্ভাবনার জগত থেকে বাস্তবতার জগতে নিয়ে আসতে লাগলেন তাঁর প্রথম সৃষ্টিগুলোকে। যেহেতু অসীম জ্ঞানের মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সৃষ্টি বলে কিছু থাকবে, তার মানে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাটাই শ্রেয়। সেই সৃষ্টি ভালো কিছুই করুক বা খারাপ কিছু।

আল্লাহ তার আরশ সৃষ্টি করলেন, পানি সৃষ্টি করলেন, কলম সৃষ্টি করলেন, এবং সেই কলমকে আদেশ করলেন লেখ। কলম বলে বসল, আমার রব আমি কি লিখবো? আল্লাহ বললেনঃ সময়ের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু লিখো। আরশ শব্দের অর্থ আসন। আসন, পানি, কলম এই শব্দগুলোর অর্থ আমরা জানি। কিন্তু আল্লাহর সেই আরশ, সময়ের শুরু সেই পানি এবং সবকিছুর নিয়তি লেখা সেই কলম কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মহাবিশ্ব তৈরির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহর হুকুমে, সেই কলম সবকিছু নিয়তি লিখে রেখেছিল লাওহে মাহফুজে। ৫০ হাজার বছর পর আল্লাহ আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন ফেরেশতাদের, নূর থেকে তৈরি আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এবাদত নিমজ্জিত থাকে, এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না, এবং তাদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ নূর থেকে ফেরেশতা তৈরি করার পর আরও কিছু সময় পার হলো এবং এরপর এক নতুন জাতি সৃষ্টি করলেন এবং তাদের সৃষ্টি করলেন এক ধরনের ধোয়াবিহীন আগুন থেকে। এই জাতির নাম হল জীন। ফেরেশতা আর জীনদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, জীন জাতি প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর ইবাদত করে না বরং তারা চাইলে তার হুকুম অমান্য করতে পারে। আল্লাহ

জীনদের দুনিয়াতে খালিফা হিসেবে পাঠালেন। আগুন থেকে তৈরি এই সৃষ্টি ছিল উত্তেজনা প্রবণ, তারা ঘনঘন যুদ্ধও খুনাখুনিতে লিপ্ত হতে লাগল এবং দুনিয়াতে অন্যায়-অনাচার ছড়িয়ে পড়লো। কিছু পুণ্যবান থাকা সত্বেও বেশিরভাগ আল্লাহকে অমান্য করতে লাগলো।

কিন্তু একজন ছিল যে বিশেষভাবে আল্লাহর এবাদত করত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করত। এক পর্যায়ে তার এবাদত এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে তার এতটা কাছে আসার অনুমতি দিলেন যে সে ফেরেশতাদের অবস্থানে গিয়ে আল্লাহর এবাদত করার সুযোগ পেলো। অন্যদিকে দুনিয়াতে জীন জাতির অপকর্ম চলতে থাকায় আল্লাহ তা’আলা ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন দুনিয়াতে গিয়ে সেই জীনদের বিতাড়িত করার জন্য। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ফেরেশতাদের সাথে পাঠানো হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা সেই জীনকেও।

দুনিয়ায় অন্যায় অনাচার সৃষ্টিকারীদের ফেরেশতারা ধ্বংস করল এবং খুব অল্পসংখ্যক জীন রেহাই পেল। আল্লাহর হুকুম পালন করে ফেরেশতারা আসমানে ফিরে আসলো এবং তাদের সাথে সেই পুণ্যবান জীন। এরপর কতটুকু সময় পার হল তা আমরা জানিনা। কিন্তু একপর্যায়ে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিলেন তিনি এক নতুন জীব সৃষ্টি করবেন। যখন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন, ফেরেশেতারা অবাক হয়ে যায়। তারা দেখেছিল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীন দুনিয়াতে কত অন্যায়-অনাচার করেছিল, তারা জানত মানুষকেও যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় তাহলে তারাও পৃথিবীতে একিরকম অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হবে। তবু কেন আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করবেন। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরে প্রশ্ন তুলছিল না বরং তাদের বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

আল্লাহ খুব সহজভাবেই বুঝালেন তাঁর কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যা ফেরেশতাদের কাছে নেই, অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করার পর তারা দুনিয়াতে নানা অপকর্মে লিপ্ত হলেও তাদের সৃষ্টি করার পিছনে কারণ রয়েছে, এবং শিঘ্রই সেই কারনগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ নিজ হাতে আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন, এবং তাকে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে এবং তার দৈহিক গঠন সম্পন্ন করার পর তাঁর ভেতর রূহ বা আত্মা ফুকে দিলেন। এবং তিনি (আল্লাহ) আদম আলাইহিস সালাম কে সবকিছুর নাম শিখালেন, এবং তিনি ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্য, ফেরেশতাদের আসনে তখন সেই পুণ্যবান জিনেরও জায়গা ছিল। সেই আদেশটি তার ওপরেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু প্রতিটি ফেরেশতা তাৎক্ষণিকভাবে আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান স্বরূপ সেজদা করলেও, সেই জিন তাকে সেজদা করল না।

প্রথমবারের মতো কেউ স্বয়ং আল্লাহর উপস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখালো, এবং সাথে সাথে তারা এতো বছরের ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেল। সে আল্লাহকে বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা কামনা করেনি, কামনা করেছিল মর্যাদা সম্মান।

আগুনের তৈরী হয়ে ইবাদতের মাধ্যমে নূরের তৈরী ফেরেশতাদের মধ্যে জায়গা করে সে এতটা অহংকারী হয়ে গিয়েছিল, যে সে মাটির তৈরি আদম আলাইহিস সালামকে তাকে ছোট করে দেখলো। সে যে গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীনের অমান্য করার মাধ্যমে সবচেয়ে অপদস্ত অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল তা বুঝতে পারল না, এবং হয়ত আল্লাহকে অমান্য করার চেয়েও বড় ভুলটা সে তার পরে করল। সে আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেল, সে ধরে নিল সে যে ভুল করেছে এর থেকে আল্লাহ তাকে আর কোনদিন ক্ষমা করবেন না। এই হতাশ হয়ে যাওয়াকে আরবিতে বলা হয় আবলাসা, এবং সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ইবলিশ। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা ইবলিসকে বিতাড়িত করলেন।

ইবলিসের মনে এত প্রবল হিংসা আর ক্রোধ জন্ম নিল, যে সেই অভিশাপের মুহূর্তেও আল্লাহর কাছে দোয়া করে ফেলল। কিন্তু সে মাগফেরাতের জন্য দোয়া করল না, বরং আল্লাহর কাছ থেকে কিছু সময় রেহাই চাইলো, যেন সে আল্লাহর কাছে প্রমাণ করতে পারে মানব জাতি কতটা খারাপ। এবং মহান রব্বুল আলামীন এত বেশি দয়াশীল তাঁর সৃষ্টিকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে, তার সরাসরি হুকুম অমান্য করার পর যখন তার কাছেই দোয়া করল, তিনি তার দোয়া কবুল করে নিলেন।

তাহলে আমরা যখন ভুল করে ফেলি বারবার একই গোনায় লিপ্ত হতে থাকি, এবং এরপর মনে করি আমরা অনেক বেশি খারাপ হয়ে গেছি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমাদেরকে এমন চিন্তা করার কোনো কারণ রয়েছে।

আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন, এবং তিনি সেখানে তার রবের নেয়ামত উপভোগ করতে লাগলেন, এবং ইবলিশ গোপনে তাকে ধোঁকা দেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো।

ইবলিশ যখন বছরের পর বছর আল্লাহর ইবাদত করার পর, এবাদত কারিদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছে যায়। যখন সে আল্লাহর এমন নৈকট্য লাভ করার সুযোগ পায়, যা শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ফেরেশতারাই পেয়েছিল। তখন আল্লাহ তাকে আরও একটি বিশেষ ইবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে।

আবিষ্কার করলেন। এই অনুভূতি ছিল একাকীত্ববোধ তিনি ধীরে ধীরে লক্ষ্য করলেন, আল্লাহর জগতে এত এত ফেরেশতা এত এত পশুপাখি কিন্তু তার মত আর কেউ নেই।

অতঃপর আল্লাহ তার জন্য একজন জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করলেন, এবং আমাদের মা হাওয়া আলাইহিস সালামের জন্ম হলো এবং তাকে পাওয়ার সাথে সাথে আদম আলাইহিস সালামের নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেল। এবং আল্লাহ বললেন আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম এর জন্য আল্লাহ পুরো জান্নাত উন্মুক্ত করে দিলেন এবং শুধুমাত্র একটি গাছের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন এই গাছের কাছে এসো না। এই আদেশকে ঘিরেই ইবলিস তার ফাদ পাততে লাগলো ধাপে ধাপে আদম আলাইহিস সালামকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল এবং অবশেষে সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলল সে তাদের সদুপদেশ দিচ্ছে এবং তারা যদি সেই গাছের ফল খায় তারা অমর হয়ে যাবেন ফেরেশতা দের মত হয়ে যাবেন।

আদম আলাইহিস সালাম এবং মা হাওয়া এত পবিত্র পরিবেশে জীবন যাপন করেছিলেন যে, তারা কখনো মিথ্যা কথার সম্মূখীনই হননি আল্লাহর কসম খেয়ে মিথ্যা কথা বলা তো অনেক দূরের কথা।

তারা ইবলিশের ফাঁদে পা দিলেন, এবং সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন এবং সাথে সাথেই তারা তাদের নগ্নতার উপলব্ধি করলেন এবং যে আলো দ্বারা তাদের নগ্নতার সুরক্ষিত ছিল সেই আলো নিভে গেল এবং তারা গাছপালা দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিলেন এবং আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া সাথে সাথে তাদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং যদিও ইবলিস তাদেরকে ফাসিয়েছিল তারা বুঝতে পারলেন। যখন আল্লাহ পরিষ্কার আদেশ করেছিলেন তাদেরকে সেই গাছ থেকে ফল না খাওয়ার জন্য, তখন তাদের ইবলিসের কথায় কান দেয়া উচিত হয়নি এবং তাই এতে তাদেরও দোষ ছিল। এবং তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন, ‘রাব্বানা জলামনা আনফুসানা অইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কূনান্না মিনাল খাসেরীন’ হে আমাদের রব আমরা আমাদের নাফসের উপর জুলুম করেছি এবং যদি আমাদেরকে আপনি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব এবং এখানে আদম আলাইহিস সালাম এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

কোটচাঁদপুরে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে মাটি রাখায় বিপাকে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক

বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সহ বাউন্ডারি ঘেষে মাটি রেখেছেন একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই বিদ্যালয়ের কমলমতি ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক ও পথচারীরা। এ দৃশ্য কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বাজেবামনদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। যা দেখার কেউ নাই। বলা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি,বললেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নাজনিন সুলতানা।

কোটচাঁদপুর বাজেবামনদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর পিতা উজ্জ্বল হোসেন বলেন,এমনিতেই সড়কটি সরু। এরপর বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেষে মাটি রাখায় চরম ভোগান্তিতে আমরা। ওই মাটি দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সুরাইয়া জামানের পিতা সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার বলেন,বিদ্যুৎ অফিসের নতুন ভবনের কাজ শুরুর পর থেকে মাটি গুলো পড়ে আছে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেষে ও প্রধান ফটকের সামনে। এতে স্কুল পড়ুয়া কমলমতি ছাত্র /ছাত্রীরা নিয়মিত পড়ছেন ভোগান্তিতে।

অন্যদিকে আঞ্চলিক সড়ক হওয়ায় সেটা অনেকটা সরু। এতে করে যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা। এ ছাড়া ওই মাটির স্তুপ থেকে ধুলা বালি উড়ায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ্য হতে পারেন ছাত্র/ছাত্রী। এটার দ্রুত সমাধান হাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি।

পথচারী আসাদুল ইসলাম বলেন, দুই মাস যাবত খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, মাটির কারণে । এমনিতে চিকন রাস্তা একটা ভ্যান ও বাইসাইকেল পাশাপাশি গেলে হেঁটে যাওয়ার জায়গা থেকে না।

এ ছাড়া ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসা ও যাওয়ার ওই সড়কে যানজট হয়। এতে করে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে লাইন ধরে বাড়িতে ফিরতে হয় তাদের।

বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী ইমরান হোসেন বলেন, বিরাট বিপদে আছি সামনে ফেলে রাখা মাটিতে। দিনে তিন/চার বার পানি দিয়ে ভিজাতে হচ্ছে স্কুলের ভিতর। পানি একটু বেশি দিলেই কাঁদা হয়ে যাচ্ছে।

ঠিকানার কাজী মর্তুজা হিরো বলেন,নতুন ভবন করার জন্য মাটি খোড়া হয়েছিল। জায়গা না থাকায় ওখানে রাখা হয়েছে। ভবনের গ্রেড বিম হওয়ার পর মাটি গুলো আবার নিয়ে এসে তা ভরাট করা হবে। যা ৮/১০ দিনের মধ্যে সম্ভব বলে তিনি জানান।

মিস্ত্রিরা বলছে ৩/৪ মাস সময় লাগবে মাটি সরাতে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ওরা বোঝেনা ভাই। আমি যেটা বলছি সেটা শোনেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নাজনিন সুলতানা বলেন, গেল ১৫ দিন হল, আমি এ বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছি। তবে আমার মনে হয়, এর আগের ম্যাডামের অনুমতি ছাড়াই হয়তো,তারা এ মাটি রেখেছেন। এর আগে মাটি অপসারণ করতে বলেছি। কিন্তু তারা সরাননি। আজ আবারও বলবো দেখি কি করেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল বলেন, এর আগে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখে ছিলাম মাটি পড়ে আছে। ওই সময় তাদেরকে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। তা ওনারা করেননি। আমি আবারও তাদেরকে বলবো।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন,এটা আমার জানা ছিল না। আমি খোজ নিয়ে তাদেরকে অফিসে ডাকিয়ে মাটি অপসারণের ব্যবস্থা করছি।

গাংনীতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি

গাংনী উপজেলার হিন্দা ব্রীজ সংলগ্ন সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি করছে স্থানীয় যুবক স্বপন ও তরিকুল। মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করায় পাকা রাস্তায় মাটি পড়ে মানুষ সহ বিভিন্ন যান চলাচল বিগ্নীত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘটছে দুর্ঘটনা। মাটি খাদক স্বপন

ও তরিকুলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হিজলবাড়িয়া গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও শওকত আলীর ছেলে সপন স্কেবিটর মেশিন দিয়ে হিন্দা ও হিজলবাড়িয়া ব্রীজে কাজলা নদী থেকে মাটি কেটে স্থানীয় ভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছেন। ট্রাক ভর্তি মাটি বহন করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ায় রাস্তায় মাটি পড়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

সেই সাথে সরকারি কাজলা নদীর বুক থেকে মাটি কাটায় গভির গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্বপন ও তরিকুল মাটি কেটে বিক্রি করছে। তাদের বিরুদ্ধে বলার কেই নেই। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তরিকুল ও স্বপন জানায়, আমাদের কাছে মাটি কাটার মৌখিক অনুমোতি রয়েছে তাই মাটি কাটতে কোন বাধা নেই।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ইয়ানুর রহমান জানান,বিষয়টি তিনি শুনেছেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়া হবে।